দৈনিক জনকণ্ঠ

৬/৭/২০০০

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ..৩.. কলাম ..৬..

পরিদর্শককে ঘুষ না দেয়ার জের?

নড়াইলের ৭ স্কুলের ৫১ শিক্ষক কর্মচারী এক বছর ধরে বেতন পাচ্ছেন না

স্টাফ রিপোর্টার ॥ নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫১ শিক্ষক-কর্মচারী বেতনের অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। গত এক বছর ধরে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারী অংশের বেতন-ভাতা বন্ধ থাকায় তাঁরা চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন। কি কারণে এসব শিক্ষক-কর্মচারীর গত এক বছর ধরে বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতর থেকে সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। এই শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ নিয়ম বহির্ভুত হয়েছে বলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়। কিন্তু নিয়োগ নিয়ম বহির্ভূত হয়ে থাকলেও গত এক বছরে এসব শিক্ষক-কর্মচারীকে কোন কারণ দর্শাও নোটিস দেয়া হয়নি। গত বছর ৮ জুন নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার ৮টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু'জন সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শনে যান। এ দু'জন পরিদর্শক নানা অজুহাত দেখিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাছ থেকে উৎকোচ দাবি করেন। কিন্তু তাঁরা এই উৎকোচ দিতে রাজি না হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ তাঁদের দিয়ে পরিদর্শন না করানোর সিদ্ধান্ত নেন। এই দুই পরিদর্শকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের পরিচালক নিজে তাৎক্ষণিক তদন্তে যান। তিনিও তদন্তে দু'জন সহকারী শিক্ষা পরিদর্শকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পান। কিন্তু হঠাৎ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন কারণ দর্শানো নোটিস না দিয়েই ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫২ শিক্ষকের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়। গত বছর মে মাস থেকে বেতন-ভাতা বন্ধ হয়। এর পর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালকের নেতৃত্বে আবারও তদন্ত হয়। এ তদন্তেও দুই সহকারী শিক্ষা পরিদর্শকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবার হঠাৎ করে এ বছর জানুয়ারি থেকে ১০১ জন শিক্ষকের বেতন-ভাতা বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে। কিন্তু বাকি ৫১ জন শিক্ষকের বেতন-ভাতা বন্ধ রাখে। স্বরস্বতী এক্কাডেমী, লোহাগড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষ্মীপাশা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কেডিআরকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মরিচপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সুরগুনা দাখিল মাদ্রাসা ও আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রা– এই ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫১ শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা এখনও বন্ধ রয়েছে।

নড়াইলের সংসদ সদস্য শরীফ খসরুজ্জামান শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধের বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করেন। মন্ত্রী দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট কারণ শিক্ষকদের লিখিতভাবে না জানিয়ে তাঁদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে রাখা হয়েছে।